জয় বাংলা

August 29, 2014 at 10:55pm

প্রবন্ধটি যদিও একটু বড় , তারপরও একটু সময় নিয়ে পড়া উচিত সবার ।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারের আর একটি হাতিয়ার হলো ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এই শ্লোগার নাকি বিজাতীয় এবং ইসলামবিরোধী। সুতরাং এটা ত্যাগ করতে হবে। এর পরিবর্তে ‘জিন্দাবাদ’ শ্লোগান দিতে হবে। অপপ্রচারকদের ভাষায় ‘জিন্দাবাদ’ ইসলামী শব্দ।বঙ্গবন্ধু, আওয়ামীলীগ ও জয় বাংলাকে জড়িয়ে অপপ্রচারের পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। আর তা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি ‘জয় বাংলা’ কে এ দেশের গণমানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা। এই ষড়যন্ত্র শরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র আরম্ভ করা হয়। বর্তমান পর্যায়ে দলীয়ভাবে জয় বাংলা শ্লোগান দেয়া অনৈসলামিক ও জাতীয় আদর্শবিরোধী বলে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে এবং এ জন্য দেশপ্রেমিক যুবকদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। নিয়তির কি পরিহাস! মুক্তিযুদ্ধের সময় এই শ্লোগানে উদ্দীপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন- বাঙালি জাতি ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরাও ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ শ্লোগান দিয়েছে। কিন' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথমেই আঘাত আসে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার ওপর। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই আমরা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মায়ের ভাষা বাংলা ভাষঅর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার ফলশ্রুতিতেই ১৯৭০ সালের দিকে পাকিস্তান জিন্দাবাদের পরিবর্তে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানের উৎপত্তি হয়। এই শ্লোগান আমাদের জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়। সেদিক কিন' ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান বিজাতীয় শ্লোগান বলে কোন ফতোয়া শোনা যায় নি।মুক্তিযুদ্ধে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির রণধ্বনি। এই শ্লোগানের ধ্বনি শোনামাত্র পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের অন-রাত্মা কেঁপে উঠতো। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলার দামাল ছেলেদের মুখে মুখে ছিল ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি। পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের হাতে ধরা পড়া অনেক যুবক তিলে তিলে নৃশংসভাবে জীবন দিয়েছে, কিন' তাদের মুখের ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষায় একটি মর্মানি-ক ঘটনা উল্লেখ করছি। তিনি ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে ভাষণদানকালে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন; “এক ছেলে আমার কর্মী। মিলিটারী তাকে ধরে বললো ‘জয় বাংলা’ বলতে পারবি না। সে বললো ‘জয় বাংলা’ আমি বলবোই। তারা তখন তার একটি হাত কেটে দিলো। বললো ‘জয় বাংলা’। তারা তার একটা কান কেটে দিলো। বললো, বলবি ‘জয় বাঙলা? সে বললো, ‘জয় বাংলা’। তখন তার অপর হাতটিও কেটে দেয়া হলো। তার দু’খানা হাত কেটে দেয়ার পরও সে বললো, ‘জয় বাংলা’। তারা তার একটা কান কেটে দিলো। বললো, বলবি ‘জয় বাঙলা’? সে বললো, ‘জয়

বাংলা'। তারা তার বাম পা কেটে দিল। তখন তার জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে তারা বললো, বলবি 'জয় বাংলা'? সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বললো, 'জয় বাংলা'। শুধু একটি ছেলে নয়, দলমত ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলার লাখ মানুষ সেদিন 'জয় বাংলা' বলার জন্য লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছিল। পাক হানাদার বাহিনীর গুটিকয়েক দোসর ছাড়া এ দেশের সবার মুখে ছিল 'জয় বাংলা'। 'জয় বাংলা' ধ্বনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক। অথচ 'জয় বাংলা' ধ্বনি নাকি এখন বিজাতীয় ও ইসলামবিরোধী হয়ে গেচে। কী অদ্ভুত যুক্তি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পরই মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা স্বাধীনতার মূল্যবোধ মুছে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বস'ত বঙ্গবন্ধু হত্যা ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই প্রাথমিক পদক্ষেপ। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তো 'জয় বাংলা'র বিরোধিতা করবেই। তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কতিপয় রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'জয় বাংলা'র পরিবর্তে জিন্দাবাদ বলতে শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কি রণনীতি ও রণকৌশল কাজ করছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই ব্যাপারটির প্রতি একজন মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলে, 'জয় বাংলা' শ্লোগান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রেরণায় উৎস ছিলো, রণধ্বনি ছিলো, এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের প্রশ্নই ওঠে না। এরপরও আমাদের কিছু কথা আছে। কথা হলো, স্বাধীনতার পর আওয়ামীলীগ জাতীয় শ্লোগান 'জয় বাংলা' কে তাদের দলীয় শ্লোগানে পরিণত করে। এই জন্য আমরা 'জয় বাংলা' শ্লোগান বাদ দিয়েছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আওয়ামীলীগ সরকার কি স্বাধীনতার পর 'জয় বাংলা' অন্যদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলো? তানি বললেন, না। তাহলে আওয়ামীলীগ কিভাবে 'জয় বাংলা' কে দলীয় শ্লোগান পরিণত করলো? আমার এই প্রশ্নের স্পষ্ট ও গ্রহনযোগ্য কোন জবাব তিনি দিতে পারেন নি। আমি উক্ত নেতাকে শুধু এতটুকু বললাম, বাস-ব ইতিহাসকে অস্বীকার করতে গিয়ে আপনারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে, মূল্যবোধ, তার শ্লোগান প্রভৃতি নিয়ে এমন সব আচরণ করছেন, যা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার চেয়েও জঘন্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর এই আচরণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান-। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী কোন জাতিই এমনটি করে নি। স্বাধীনতার পর তারা আন-ঃদলীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি ও মৌল আদর্শ পরিত্যাগ করেনি।এমনকি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী কোন জাতির পরবর্তীকালে তাদের জাতীয় শ্লোগান ত্যাগ করে নি। খুব দূরে যাওয়ার দরকার নেই, প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস-ানই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঔপনিবেশিক আমলে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের শ্লোগান ছিল 'বন্দে মাতরম'। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' থেকে 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানটি নেয়া হয়। এই শ্লোগান সম্পর্কে কংগ্রেসের মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে। পরবর্তীতে কংগ্রেস তাদের জাতীয় শ্লোগান হিসেবে আরেকটি শ্লোগান গ্রহণ করে, সেটি হচ্ছে 'জয় হিন্দ'। অবশ্য হিন্দু প্রভাবিত এলাকায় বন্দে মাতরমও প্রচলিত ছিল। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৪৫ বছরের ইতিহাসের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কংগ্রেস শাসনামলে তাদের বেতার- টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারি- বেসরকারি

অনুষ্ঠানে যেমন ‘জয় হিন্দ’ বলা হতো, আজো তাই বলা হচেছ। অকংগ্রেসী সরকারের আমলে তাদের জাতীয় শ্লোগান পাল্টে দেয়া হয় নি।অনুরূপ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নিখিল মুসলিম লীগের শ্লোগান ছিলো ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’। মূলতঃ জিন্দাবাদ শব্দটি ছিলো বৃটিশ ভারতের বিপ্লবীদের শ্লোগানের অংশবিশেষ। তাদের শ্লোগান ছিল ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’। উনিশ শো তিরিশের দশকে বিপ্লবী ভগৎ সিংহ শ্লোগানটি উদ্ভাবন করেন। সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির লড়াইতে এ শ্লোগান রণধ্বনিতে পরিণত হয়।সে যাই হোক, পাকিস-ান মুসলিম লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেও তাদের জাতীয় শ্লোগন পাকিস্তান জিন্দাবাদ-এর পরিবর্তন হয় নি।কিন' ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ। এখানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর রাতারাতি বেতার-টিভি থেকে ‘জয় বাংলা’ উধাও হয়ে যায়। এখন আরো বলা হচ্ছে, ‘জয় বাংলা’ হলো বিজাতীয়। এককালের মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের উদ্ভাবিত ‘জিন্দাবাদ’ হলো ইসলামী সংস্কৃতির বাহক। কি চমৎকার যুক্তি!শব্দগত দিক থেকে আমরা ‘জয়’ ‘জিন্দাবাদে’র মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাই না। জিন্দাবাদ আর জয় দুটো শব্দই ইন্দো- এরিয়ান বা আর্য- ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠীর দুটো ভাষা থেকে এসেছে। জিন্দাবাদ হচ্ছে ফার্সী আর জয় হলো হিন্দি। এই দুটো ভাষার মূল ভাষা হচ্ছে ও এক ও অভিন্ন। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে সে মূল ভাষা বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার ভল্গা-অববাহিকা ও পার্শ্ববর্তী কাস্পিয়ান সাগর উপকূলের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা। তাদের একটি দল বর্তমান ইরানে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে তাদের ভাষা থেকে জন্ম নেয় পাহলবী ভাষা। এই পাহলবী ভাষার বর্তমান রূপ হচ্ছে ফার্সী ভাষা। এককালে পাহলবী বা ফার্সী ভাষায় ইরানের অগ্নিপূজারীরা কথা বলতো। এখন সেখানকার মুসলমানরা কথা বলে। অনুরূপ ভল্গা এলাকায় আর্যদের একটি দল প্রাচীন ভারতে গঙ্গা অববাহিকায় এসে বসতি স'াপন করে। তাদের মুখের ভাষা আর্য- ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠী মূল ভাষা থেকে উপমহাদেশের অনেক ভাষার সৃষ্টি হয়। এসবের মধ্যে হিন্দি ও একটি ভাষা। প্রথম দিকে এই ভাষায় পশ্চিম ভারতের একটি এলাকায় লোকেরা কথা বলতো। এখন হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা। সেখানকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই হিন্দিকে তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করে।‘জয়’ শব্দটি মূলতঃ হিন্দি থেকে আসলে বর্তমানে এটি বাংলা ভাষার একটি শব্দ। বাংলা ভাষা বঙ্গ জনপদের ভাষা হলেও বর্তমানে হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে এই এলাকায় বসবাসকারী সবাই আমরা বাংলাভাষায় কথা বলি। এমনকি মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম সুলতানরাই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে দরবারি ভাষায় মর্যাদা দান করেন। সুতরাং বর্তমানে যারা ‘জয়’ কে অমুসলমানী শব্দ বলে প্রচার করেন তারা হয় ভাষার ইতিহাস জানেন না, নতুবা জেনেও জ্ঞানপাপীর অভিনয় করছেন। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও আমরা ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি অনৈসলামিক হওয়ার কোন কারণ খুজে পাই না। পৃথিবীতে কোন ভাষাই ধর্মকেন্দ্রিক নয়। ভাষা হচ্ছে অঞ্চল বা জনপদকেন্দ্রিক। আরব উপদ্বীপে বসবাসকারীরা আরবী ভাষায় কথা বলে। ইসলামের আর্বিভাবের আগেও সেখানকার আধিবাসীদের ভাষা ছিল আরবী। চীন ভূ-খন্ডে বসবাসকারীদের ভাষা চীন, জাপানীদের জাপানী? এমনি করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডে অধিবাসীদের মধ্যে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট মানুষ পৃথিবীতে নানা ভাষার কথা বলে। সব ভাষাই আল্লাহ বোঝেন। সব ভাষাই তাঁর দান। এক ভাষায় কথা বলা বা এক ভাষায় শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ, আরেক ভাষার

শব্দ জায়েজ নয়- এমন কথা কোরআন- হাদীসের কোথাও নেই। এমনিক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনেও অনেক অনারব শব্দ রয়েছে। যেমন- ইব্রাহিম, ইয়াকুব, ইসহাক, ইউসুফ, ইউনুস প্রমুখ নবী-রাসূলের হিব্রু ভাষা থেকে এসেছে।ভাষা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তার (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নির্দশন হচ্ছে আকাশমন্ডনী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (৩০ ঃ ২২) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অত্যন- স্পষ্ট। এখানে বিভিন্ন ভাষা বলতে পৃথিবীর সব ভাষাই বুঝানো হয়েছে। হিন্দি, বাংলা বা অন্য কোন ভাষাকে বাদ দেয়া হয়নি। অমুক ভাষা ইসলামিক, অমুক ভাষা ইসলামিক নয়, এমন কথাও বলা হয়নি। যারা 'জয় বাংলা' কে অনৈসলামিক আর জিন্দাবাদকে ইসলামিক বলে অপপ্রচার করছে তারা কোরআন বিরোধী কথা বলছে।তাছাড়া আরবী 'ফতহে মক্কা' কে আমরা 'মক্কা বিজয়' বা 'জয় মক্কা' বলে প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে 'জয়' শব্দ ব্যবহারে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ বা সংকোচ প্রকাশ করা হয় না। আরো অনেক ক্ষেত্রে জয় শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন জয়লাভ, জয়যুক্ত প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে জয় শব্দ কিংবা এর সাথে অন্য কোন শব্দ ব্যবহারে আপত্তি ওঠে না, কিন' জয়ের সাথে বাংলা সংযুক্ত করলেই যতো আপত্তি; অনৈসলামিকতার ধয়ো তোলা হয়।মূলতঃ 'জয় বাংলা' ধ্বনির বিরুদ্ধে ইসলামের নামে অপপ্রচার চালানো এবং সমালোচনা করার একটাই কারণ রয়েছে। আর তা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনলে যেমন হানাদার বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের অন-রাত্না কেঁপে উঠতো, তেমনি আজো রাজাকার- আলবদররা এই ধ্বনি সহ্য করতে পারে না। 'জয় বাংলা' ধ্বনি শোনা মাত্র তাদের অতীতের জঘন্য ভূমিকা মনে পড়ে, তাদের শরীরে জ্বালা আরম্ভ হয়। তাই তারা মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি এবং বাঙালি জাতির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও বিজয়ের প্রতীক এই ধ্বনিটি মুছে ফেলার জন্য পবিত্র ধর্মের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আর স্বাধীনতার পক্ষের কোন কোন রাজনৈতিক দলও রাজাকার- আলবদরদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারা 'জয় বাংলা' ছেড়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে তারাও আজ শরীক হয়েছে।নতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তাদের মধ্যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ভাষাগত দিক থেকে যখন জয় ও জিন্দাবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, জিন্দাবাদ গ্রহণ করতে আপত্তি কেন? এই প্রশ্নের জবাব অত্যন- পরিস্কার। 'জয় বাংলা' মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের প্রতীক আর জিন্দাবাদ ছিলো হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের শ্লোগান। এই ধ্বনিদানকারীরা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে আমাদের অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে। লাখো মুক্তিযোদ্ধাকে শহীদ করেছে। এক কথায়, 'জয় বাংলা' হচ্ছে আমাদের বিজয়ের প্রতীক। আর জিন্দাবাদ হচ্ছে আমাদের উপর নির্যাতনের প্রতীক। কোন বিবেকবান জাতিই তার বিজয়ের শ্লোগান ছেড়ে নির্যাতনের শ্লোগাণ গ্রহণ করতে পারে না। বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরাও তা গ্রহণ করতে পারি না। এরূপ করা হলে ২ লাখ মা- বোনের ত্যাগের সাথে এবং ৩০ লাখ শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করা হবে।